REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মহাবল হালুয়া

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ওজঃক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৭শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 10th April 1929. | ৪২শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩৫ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস প্রভৃতি। অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" মাঝারি শিশি ২৷৷০
" ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেই সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

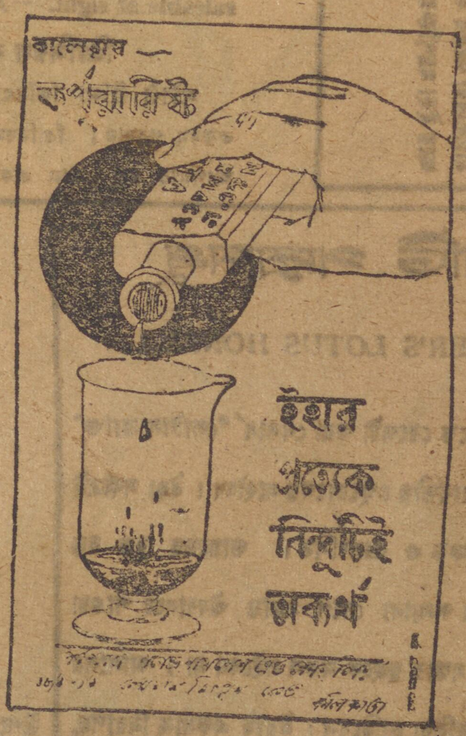

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টা একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয় রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি? দেখুন।

এতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্তু মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ডে বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার ড্রইং (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকার বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীয় এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকেই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the savings of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত হইয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "কেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় হেবা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবেও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিবা মাত্র রেজিষ্টারী ইন্সিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইংএ (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইংএর (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইংএ উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইংএর পর আপনার বণ্ড-বিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তদ্দণ্ডে তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ যিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই। বণ্ড দেখাইবা মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্ব্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, সাধ্যমত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৩২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)
কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টরী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং

মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ

বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে - -

নূতন অলঙ্কার আপনার - - -

প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি

সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন কলিকাতা—২৫৯৭ টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

সর্ব্ববিধ জ্বর ও ম্যালেরিয়ার
অব্যর্থ প্রতিকারক

ফে—ব্রি—না

অনেক আশাহীন, চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী ফেব্রিনা সেবনে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আপনার গৃহে "ম্যালেরিয়া" রোগী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এই মহৌষধটী সেবন করান। অন্য ঔষধ খাওয়াইবার আর প্রয়োজন হইবে না। আরোগ্য অব্যর্থ
প্রতি বড় বোতল—এক টাকা চারি আনা।
" ছোট বোতল—চৌদ্দ আনা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স,
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা,
৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চাঁদ মার্কা পাচন

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্ক্স এর

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

সোল এজেণ্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অনন্ত মূর্ত্তি মার্কা
কাঁচা তিল তৈল
REGD No. 1320

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইণ্ট—৮৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "থ্রী ষ্টার" ব্রাণ্ড সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ✚ ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
NATURE'S OWN HAIR GROWER

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

স্বুবর্ণ সুযোগ।
MEMORY TABLET
বা
স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১।০ পাঁচ সিকা।

এজেণ্ট্স ঃ—
এন্, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৭শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ সাল।

নির্ব্বাচন।

—:০:—

বঙ্গীয় আইনসভার পরমায়ু কয়েক মাস পূর্ব্বেই শেষ হইল। আবার নির্ব্বাচন হইবে। সভ্যপদপ্রার্থী অনেকেই ভোটারদিগের নিকট অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অচিরে সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বিগত তিনবারের নির্ব্বাচনে আমরা দেখিয়াছি যে ভোটারগণ এখনও তাঁহাদের দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক মানুষের যেমন মানুষের প্রতি, ভগবানের প্রতি তথা নিজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে সেইরূপ দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের জন্য অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃ সভ্যপদপ্রার্থিগণের তারতম্যের বিচার করেন না তাঁহারা একদিক দিয়া দেখিলে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট। যিনি আমার ব্যক্তিগত দারিদ্র্য মোচন করিবেন তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে তিনি কাউন্সিলের উপযুক্ত সভ্য হইবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন এরূপ কোনও যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেসকল পদপ্রার্থী ঔষধালয়, লাইব্রেরী, স্কুল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিবেন তাঁহারা চিরদিন জনসমাজে দাতা ও পরোপকারী বলিয়া পূজিত হইবেন কিন্তু ইহাও সত্য যে এই দানের দ্বারাই যে তিনি ভোট পাইবার একমাত্র অধিকারীরূপে বিবেচিত হইবেন তাহা নহে। এই দরিদ্র দেশে দারিদ্র্যের সুবিধা লইয়া যে সকল ধনী দরিদ্র ভোটারের বিবেক কিনিয়া লইতে উদ্যত হন তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করা উচিত। অভাব মোচনের বিনিময়ে ভোট দেওয়া মনুষ্যত্বকে অপমান করার নামান্তর মাত্র। চিকিৎসা-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোনও ধনী যদি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন তবে তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কিন্তু আমার রোগের সময় তিনি যদি আসিয়া বলেন যে আমি তোমার উপকার করিয়াছি সুতরাং তোমাকে আমার দ্বারাই চিকিৎসিত হইতে হইবে তখন আমি কখনই পূর্ব্বের উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার এই অন্যায় আবদার শুনিব না। আর দেশব্যাপী দুঃখ দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব—এই সকল রোগের চিকিৎসা কি দেহ চিকিৎসা অপেক্ষা অধিকতর উপেক্ষার বস্তু!

আমরা বহুভাবে অধঃপতিত হইয়াছি—আবার আর একটি দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া পতনের পথ আর প্রশস্ত করা উচিত নয়। পূর্ব্বে যে ভুল হইয়াছে, পরে যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়। যাঁহারা দেশের ও দশের কার্য্যে সতত তৎপর ও নির্ভীক এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ সেই সকল উপযুক্ত ব্যক্তিই যেন নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।

বাণীর পত্রলেখক করদাতা!

—০—

আমরা জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কর্ম্ম সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছিলাম, জনৈক করদাতা মহাশয় স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর অফিসে গিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বর্ত্তমান চেয়ারম্যান বাহাদুরের কোন দোষ নাই এবং আমাদের লিখিত বিবরণ ভুল বলিয়া স্থানীয় অন্যতর পত্রিকায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। করদাতাগণের যদি তুষ্টি বিধান হইয়া থাকে তবে কাহারও কোন কথা বলা খাটে না। আমরা তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া তাঁহার মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মে যারপর নাই তৃপ্তি লাভ দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম।

ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যানের কার্য্যকালে যে সমস্ত দরখাস্ত হইয়াছিল তাহা এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় সেরেস্তায় পচিতেছে এই উক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমরা বকেয়া চেয়ারম্যানের বাহ্যিক কর্ম্মাদির অনেকবার প্রশংসা করিয়াছি। বাস্তবিকই যদি অভ্যন্তরে এইরূপ গলদ রাখিয়া থাকেন তাহার জন্য তিনি ন্যায়তঃ দায়ী ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে গাফিলতি দোষে দুষ্ট।

করদাতা মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ সমালোচনা হইলে বাস্তবিকই বর্ত্তমান বোর্ডের কোন দোষ নাই। সম্ভবতঃ ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান সম্বন্ধে আলোচনা "যাকে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা" প্রবাদের মত পক্ষপাতদোষ দুষ্ট নহে। সাধারণের ভুল দূরীকরণার্থে করদাতা মহাশয় যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

করদাতা মহাশয়ের কথিত "যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা" প্রবাদটী সব সময়ে খাটে কি? করদাতা মহাশয় বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন—কোন আইন ব্যবসায়ীকে দেখিলেই জনৈক বিচারক হুজুর "দূর! দূর! ছেই! ছেই!!" ক'রে উঠতেন এখন আবার দেখা যাচ্ছে 'গরজ বড় বালাই!' উভয়ের স্বার্থ যখন পরস্পর এক জাতীয় হয়ে দাঁড়ায় তখন সাবেক ব্যবহার সব ভুলে গিয়ে "হেঁসে হেঁসে কাছে বসে সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে।" দিন নাই রাত নাই—ফিস্ ফিস্, মুসাবিদা, মক্স চলেছেই। একা নয় দল, বল, দোস্ত, ভাই সব গলায় গলায়।

করদাতা মহাশয় বোধ হয় জানেন জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক একদিন করদাতা মহাশয়ের অনুসন্ধানে যাচ্ছিলেন একজন ভদ্রলোক কারমাইকেল রোডে তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—কোথা যাবেন? মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর গন্তব্য স্থান বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া এক জমিদারের নাম করিলেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে গঙ্গার ধারে না যেতে যেতেই করদাতার সঙ্গে দেখা আর ঘুরে আসা। ভদ্রলোকটী ব্যঙ্গ ও ঘৃণার সুরে মুসলমান ভদ্রলোককে বল্লেন এই তো অমুককে পেয়েছেন। করদাতার প্রতি উপহাস ও বিদ্রুপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—কিহে! 'তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি' একথা বল্‌তেও লোকে লজ্জা বোধ করে তাই অন্য লোকের নাম করে। ভদ্রলোকটীর অভ্যাস—এক কথাই জনে জনে ধ'রে বলা। তখনই এই ব্যাপারটী নিয়ে ঢাক বাজালেন। আর বাহাদুরী কল্লেন। আজ সেই ভদ্রলোকও করদাতার মুষ্টি মধ্যে আবদ্ধ। তা হ'লে "যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা" সকল সময় খাটে না।

গুরু মশাই।

করদাতার মারফতে যিনি গুরুত্বের দাবি করিয়াছেন তাঁহার দাবি গ্রাহ্য নহে। বাস্তবিক তিনি আমার গুরু কেন গুরুর গুরু। আমরা তাঁর শিষ্যানুশিষ্য। তাঁর উদ্দেশে গুটি কতক নিবেদন করি—

প্রভো প্রণাম হই। পিতুঃ সকাশাৎ শ্রুতবান্ অহং ত্বাং। প্রসীদ পরমেশ্বর!

অবোধ অনুশিষ্যের অপরাধ ক্ষমা করুন। হে রাজীবলোচন আচার্য্য! আপনি অর্জ্জুনের গুরু দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। অসাধ্য সাধনে সিদ্ধ হস্ত। আপনার অব্যর্থ সন্ধান সকলেই বিদিত আছে। যার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করেন তার রক্ষা নাই। আচার্য্য দ্রোণ যেমন স্বার্থের জন্য প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকেও পুত্রশোকে জর্জ্জরিত করিবার জন্য বক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অভিমন্যুকে সেই চক্রে আবদ্ধ করতঃ একটু পানীয় জলের প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করেছিলেন। সপ্তরথী বেষ্টিত বালক হা জল! হা জল! ক'রে প্রাণত্যাগ করেছিল। প্রভো! করুন চক্র নির্ম্মাণ করুন। আমাদের অন্নপানীয় প্রাপ্তির সকল দ্বার রুদ্ধ করতঃ এই কলিতে দ্বাপরের আচার্য্যের অভিনয় দেখাইয়া কৃতার্থ করুন। কিন্তু জানিবেন দেবতা অনাহারে তিল তিল ক'রে মর্‌তে রাজি আছি তবুও আপনার এই ক্ষুদ্র অনুশিষ্যের প্রতিজ্ঞা—নাধমে লব্ধকামা!

সেই তো মল খসালি কেন লোক হাসালি?

গত দুই সপ্তাহ হইতে 'বাণীর' "বাচামধিশ্বরীং বন্দে জ্ঞানলোচনদায়িণী" "বাচামধীশ্বরীং বন্দে জ্ঞানলোচনদায়িনী" তে পরিণত হইয়াছে। হায় রে! এত ধস্তাধস্তি—ইতি ব্যাকরণ কৌমুদী—ইতি অমুক মুদী—ইতি বিশ শ কোশ চাল্লিশ শ কোশ সব ঘুরে ফিরে শেষে একি? বলিহারী! তারপর এখনও দস্ত্য আশ্রয় করেও দন্ত কিড়িমিড়ি। আচ্ছা আমাদের হার! আমাদের হার!! আমাদের হার!!! বাপ! ভাবধারা! অত তাল ঠুকাঠুকি ক'রে শেষে 'পালাব না তো কি ডরাব' নীতি অবলম্বন! তারও উপরে প্রলাপ বক্‌তে কসুর করনি। বেশ! এই মেহনতটুকু মক্কেলের কাজে লাগালে দু'পয়সা আসবে। এদিকের বিদ্যেতেই যে মহকুমার লোক বিদ্যের দৌড় বুঝে নিচ্ছে। কাজেই কেউ ঘিঁস্‌ছে না। যা'ক পরার্থপরতা দেখান তো হবে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গও হবে। বেঁচে থাক বাপ! ভাবধারা!! তবুও তোমার প্রলাপ উপভোগ্য বটে।

বিধানে মোর কি আর হবে।

—০—

শিশু আমায় সমাজ-নীতি বল্লে, এঁকে প্রণাম করো,
বামুন ইনি, পূজ্য ইনি, দেবত্বে আজ এঁবেই বরো।
পিতা আমার দাঁড়িয়ে সেথায় কুলপুরোহিত তাঁহার পাশে,
ডিঙিয়ে পিতা শিক্ষা আমার তাঁকেই মাথা নোয়াই এসে।
ছেলের চিরপূজ্য পিতা শূদ্র শুধু তাই কিগো হায়
বিপ্রসেবী আপন ছেলে তার পূজাতেও বঞ্চিত ছাই।
এই কি নীতি, বিধান কি এই, যাক তবে সব যাক ডুবে,
পিতা পূজ্য সবার আগে, বিধানে মোর কি আর হবে।

২

শূদ্র-মাতা দেবীত্বে আজ নাইকো তোমার নাই অধিকার
দাসী তুমি বিপ্রসেবার দাসীপণায় ধর্ম্ম তোমার।
পুত্র সে হীন শূদ্র মোরা দাসী মায়ে লিখতে হবে,
বামুনী সে দেবীই রবে এতেই নীতি তুষ্ট হবে।
কোন্ বিধানে নারীকে হায় এমনি দাসী আখ্যা দিলে,
হোকনা শূদ্রের নারীত্ব তার কেমন করে যাও ভুলে।
এই কি নীতি, বিধান কি এই, যাক তবে সব যাক ডুবে
নারী সে যে দেবীই জানি, বিধানে মোর কি আর হবে।

৩

সমান বয়স বন্ধু বামুন আমার মায়ে পূজতে নারে
পূজবে বামুন আট বছরের হোকনা বুড়ী শূদ্র সেরে।
বামুন যদি মহান্ তুমি বিধান তোমার এমন কেন,
যোগ্যাযোগ্য ভেদে তোমার পূজা পাওয়ার দাবী হেন।

মহান্ ছিলে জ্ঞানী ছিলে সেই দাবীতে আর কতদিন,
এমনি পূজা অর্ঘ্য নেবে, শূদ্র আজি এতই কি হীন।
এই কি নীতি, বিধান কি এই, যাক তবে সব যাক ডুবে,
সত্য যাহা মানব তাহা বিধানে মোর কি আর হবে।

৪

পূজা তোমার নীতির মতে চিরকালি দিয়েছি রে
আমার বাড়ী তোমায় ডেকে চরণ জলে ধুয়েছি যে।
তার দিকি আমার ছোঁয়া জলটুকু কি একটী দিনও
পান করেছো, চিন্তা কিসের তারই ফলে এসব তেনো।
খুব দেছ দুঃখ আর না বামুন পীড়নকারী পীড়িত তে
হবে না মিল, আজকে মোরা বিপ্লবী তাই বিদ্রোহী সে।
এই যে নীতি, এই যে বিধান এসবকে আজ ডুবতে হবে
সত্যাগ্রহী শূদ্র মোরা, এ বিধানে কি আর হবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল।
জঙ্গিপুর।

অপূর্ব্ব মিলন।

(বড় গল্প)

শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি, এ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

সকালে তুহীনকে বলে রাঁচির সহর দেখতে বাহির হলাম, সহরটী দেখে বেশ ভাল লাগল। ছোট সহর, কোন আবর্জ্জনা নাই, পীচের রাস্তা, মোটর বা ঘোড়ার গাড়ীর অভাব নাই। চতুর্দ্দিকে কাল কাল পাহাড় পৃথিবীর বুকে কাল দৈত্যের মত পাহারা দিতেছে, সাদা সাদা মেঘ পাহাড়ের চূড়ায় লেগে ফুলের মালার আকার ধারণ করেছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় বেলা ১০টার সময় সেই আমার পূজনীয় পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন, দেখবামাত্র আমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন, তারপর আমার খাওয়া দাওয়ার প্রচুর আয়োজন করতে লাগলেন, বাড়ীর সকলেই আমার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

যাহা হউক এঁদের আদর যত্নে বড়ই প্রীত হলাম, এইবার তাঁরা আমায় কিছুতেই ছাড়বেন না, অনেক বলাবলির পর ৭ দিনের জন্য রহিলাম। সেদিকে মেসে পত্র লিখে ছুটীর ব্যবস্থা করলাম।

এঁরা এত স্নেহ যত্ন করতে লাগলেন যে তাতে আমার বড় লজ্জা পেতে লাগল। এঁদের সকলের কাছে আমি যেন কত পরিচিত, সকলেই আমার কথা শুনবার জন্য ব্যগ্র। আমার সকলের চেয়ে ভাব হয়েছিল—এই বিভার সহিত।

বিভা এই বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা। প্রতিদিন সকাল বিকেল আমার জন্য চা জলখাবার আনবে, বিভা নিতান্ত ছেলে মানুষ, আমার সঙ্গে এত গল্প করে যে তার ইয়ত্তা নাই। আমার সঙ্গে যখনই দেখা হবে তখনই তাকে বাঘ ভালুকের গল্প করতে হবে তবে আমার নিস্তার। আমি ঘুমিয়ে থাকলে বিভা তার নরম তুলোর মত আঙ্গুল দিয়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকে আর হাসতে হাসতে বলে "দেখ! তুমি ঠিক দাদার মত, বাবা আর মা তোমায় ছাড়বে না। তুমি পালিয়ে যেও না, এইখানে থাক দাদা যেমন অনেকদিন পরে যেত তুমিও সেই রকম অনেকদিন পরে যেও।"

বিভার এই প্রকার সরল কথায় আমি মুগ্ধ, তার অকপট ব্যবহার আমার স্নেহ এতই আকর্ষণ করেছে যে সে যা বলে তাতেই আমাকে সায় দিতে হয়। আর তার মনের মতন কথা যদি না হয় তা হলেই রেগে অস্থির! এই দু একদিনের ব্যবহারে এঁদের সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গেছে যে তা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।

আমি এখন এখানে খুব বেড়াচ্ছি, এখানকার জল বায়ুতে আমার মন প্রফুল্ল। যেদিকে চাই সেই দিকেই পাহাড় ও বিস্তীর্ণ মাঠ। এই বন্ধুরময় প্রদেশে পাহাড়িয়া জাতিই বেশী।

(৫)

একদিন সকালবেলায় বিভাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে সেই নদী ধরে অনেক দূর চলে গেছি কিছুদূর যেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে—পাহাড়ের উপর হতে যে বর্ষার জল নেবে এসে নদীকে খুব খরস্রোতা করেছে তাই দেখছি। এমন সময় হঠাৎ পেছন দিক হতে কে এমন সজোরে ধাক্কা দিলে যে তার তাল সামলাতে না পেরে নদীর জলে পড়ে গেলাম। আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে পেছন ফিরে দেখি এক তরুণী বনফুলে সজ্জিত হয়ে বলছে—"মশায়! একটুকু সাবধান হয়ে দাঁড়াতে পারেন না? দেখছেন কেমন এক ভয়ঙ্কর গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

বাস্তবিক নদী হতে উঠে দেখি একটা প্রায় ৪।৫ হাত লম্বা গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নিমেষের মধ্যে সে প্রকাণ্ড সাপকে মেরে ফেললে। তখন আমার বুক দুরু দুরু করছিল, আমি কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির নেত্রে দেখছিলাম—এই তরুণীর অদ্ভুত কার্য্যকলাপ, তারপর নিজেকে অতিকষ্টে সংযত করে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে তুমি রমণী এই হতভাগ্যের জীবন রক্ষা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলে?"

ক্রমশঃ

বিবিধ সংবাদ।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গত ৬।৪।২৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে জন্ম ৯। ৪ পুরুষ, ৫ স্ত্রী। মৃত্যু ৩। পুরুষ ১ স্ত্রী ২ জ্বরে ২ হামে ১

বসন্ত। রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর গ্রামে বসন্ত রোগের ভীষণ প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ ২।৩টি করিয়া নূতন রোগীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাড়ালা স্কুলে মুসলমান বোর্ডিং জরুর গ্রামে বলিয়া সমস্ত মুসলমান ছাত্র চলিয়া গিয়াছে।

ভগবানের মার। বর্দ্ধমানের গোলাঘাট মহল্লা নিবাসী আবদুর রহমান ওরফে দাতা সাহেব নামক একজন ফকির একটী ৯ বৎসর বয়স্কা বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহার গলা কাটিয়া হত্যা করার অপরাধে সেসন সোপর্দ্দ হয়, কিন্তু প্রমাণ অভাবে সে খালাস হইয়া যায়। শুনা যায় যে গত ভীষণ শিলাবৃষ্টির দিন প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে উক্ত দাতা সাহেব মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? বিলাতে হাওয়েল নামক একজন নাবিক ছুটি লইয়া বৃষ্টল সহর হইতে প্লিমাথ যাইতেছিল। রেলগাড়ী যখন ঘণ্টায় ৬০ মাইল করিয়া যাইতেছিল, সেই সময় হাওয়েল ঐ গতিশীল গাড়ীর জানালা হইতে লাফাইয়া পড়ে। হাওয়েলের দুই একটি স্থানে আঁচড় লাগা ছাড়া কোনও গুরুতর আঘাত লাগে নাই।

উকীলের দণ্ড। কাণপুরের উকীল বাবু অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী জাল সার্টিফিকেট দাখিল করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে, তিনি আর ওকালতী করিতে পাইবেন না।

ব্যাঙ্ক ফেল। করাচীতে করাচী ব্যাঙ্ক নামক যে ব্যাঙ্ক ছিল তাহা গত ৬ই মার্চ্চ ফেল হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে স্ত্রী শিক্ষা। নিজাম সরকার দুইজন মুসলমান মহিলাকে সরকারী বৃত্তি দিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। পূর্ব্বে কোন মুসলমান মহিলা এইভাবে সরকারী বৃত্তি পান নাই।

খড়্গ বাহাদুরের অভ্যর্থনা। গত ১৮ই তারিখে সিমলা ব্যায়াম সমিতি এবং গুজরাটী স্ত্রী মণ্ডলের পক্ষ হইতে নেপালী বীর খড়্গ বাহাদুরকে তাঁহার সৎ সাহস ও নারী রক্ষার উৎসাহের জন্য অভিনন্দিত করা হয়। শেষোক্ত সভায় রাজকুমারী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য খড়্গবাহাদুর যে বিপদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বয়স্কাউট দল। বিলাতের বার্কেনহেড সহরে আগামী ২রা আগষ্ট তারিখে ৫০ হাজার বয়স্কাউট সমবেত হইয়া ইংলণ্ডের যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা করিবে।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচনের মনোনয়ন পত্র (nomination paper) দাখিল করিবার দিন ৬ই মে ১৯২৯ ও মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করিবার দিন ৮ই মে ১৯২৯ স্থিরীকৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান ও অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন মণ্ডলীর (Mohomedan and Non-Mohomedan rural constituencies) মনোনয়ন পত্র ঐ তারিখে বেলা ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

Sd/. H. L. Fell.
District Magistrate, Murshidabad.

ব্যানার্জ্জী আর্ট গ্যালারী।

প্রিয়জনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই একখানা ফটো তুলিয়া লউন, বিলম্বে আপশোষ করিতে হইবে। আমরা অতিশয় যত্নসহকারে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে গিয়া ফটো তুলিয়া আসি। মূল্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম। স্কুলের ছেলে, শিক্ষক ও সাধারণ সভা সমিতির ফটো সুবিধায় তুলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সকল রকম ছবি বাঁধাই ও সকল রকম অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা হয়। নিম্নঠিকানায় আসিলে বা পত্র লিখিলে সমস্ত দর জানিতে পারিবেন।

বিনীত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটোগ্রাফার (গোল্ড-মেডেলিষ্ট)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাঙ্গলা ভাষায় এই ধরণের পাক্ষিক পত্রিকা
এই সর্ব্বপ্রথম

"স্বায়ত্ত শাসন"

জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি লোকাল ও ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ, সর্ব্বসাধারণের অভাব অভিযোগ, ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টের মোকদ্দমার বিবরণ, সরকারী ইস্তাহার ও হুকুমনামা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া—

বার্ষিক মূল্য সডাক
তিন টাকা

আগামী বৈশাখে
(সন ১৩৩৬ সাল)
বাহির হইতেছে।

গ্রাহক হইবার জন্য
আজই পত্র লিখুন।

অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেক এলাকা হইতে সংবাদদাতা ও এজেন্টের আবশ্যক। জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাঙ্গলা দেশের লাইব্রেরীগুলিকে অর্দ্ধমূল্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

EXPERT ADVERTISING AGENCY
46/1, Durga Charan Mitra Street,
Sole Agents for Advertisement.

প্রকাশক—
চন্দ্র এণ্ড কোং
২৩।এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

==সুরবল্লী কষায়==

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংসপেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

থোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৸০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

'সত্যের জয়'

"মোহিনী"

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সময়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কলঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব; নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—
মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং
হেড আফিস :—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী :—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোভিয়া, (সি পি)

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।৹ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা।

বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵ টাকা। ছোট শিশি ॥৵ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডো-মিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনমালীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভ্যাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

।৹ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৵ পোয়া ৸৹ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥৹ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸৹ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক ।৹ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸৹ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥৹ টাকা, চ্যবনপ্রাশ ।১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানা:—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।

বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

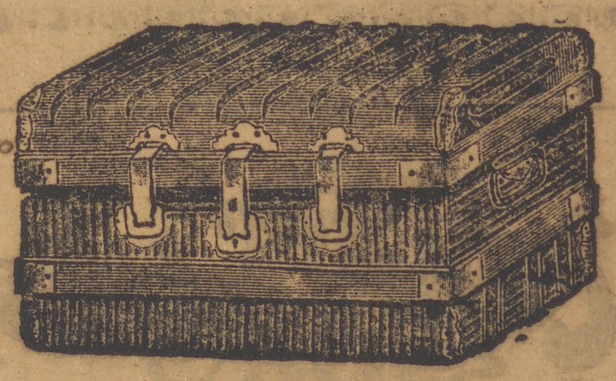

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।

ইকনমিক কার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ।৫, ।১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩] [টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।০, ৬।৵০, ৮৸৵০, ১০৸৵০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিস্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিস্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটীকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয়; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ... সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ... জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ... করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ ... কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ ... ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। ... শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকার ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ... প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ই... সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন্‌

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পায়ন সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সুতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

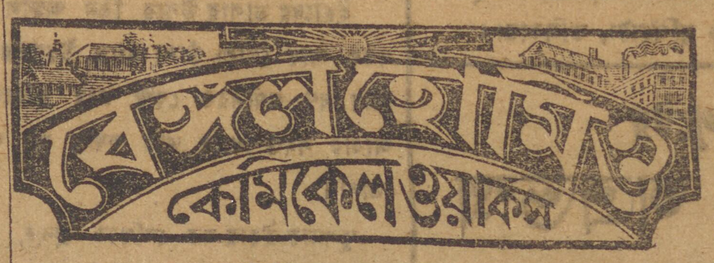

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে

মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

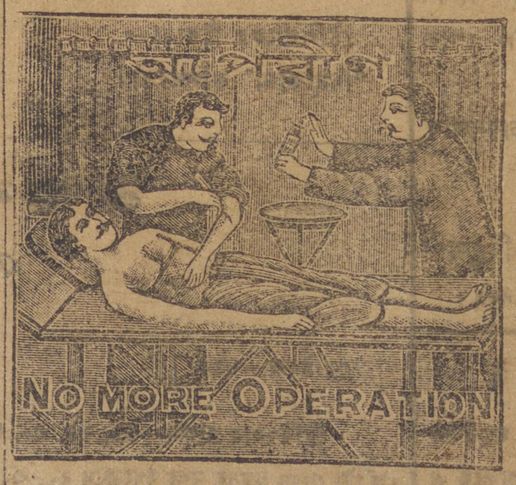

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাববিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ৷৶৹ "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১৷৹
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইটালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন ঘরেতে ।৶৹
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ।৹

সোল প্রোঃ **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্‌**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

৶৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত